ছোট জোতে সমন্বিত চাষ

বিষয়

আমাদের রাজ্যের বেশিরভাগ চাষির বাস্তু, পুকুর, ধানজমি ইত্যাদি নিয়ে বিঘে তিনেক জমি থাকে। আর থাকে ১-২টি করে গরু ও ছাগল, ১০-১২টি হাঁস মুরগি। শুখা এলাকার আদিবাসীদের ১-২টি শুয়োরও থাকে। কিন্তু এই যে উৎপাদনের বিভিন্ন অঙ্গ, এদের মধ্যে প্রায়শই কোনো সমন্বয় থাকে না। সুসংহত চাষ-ব্যবস্থা উৎপাদনের এই অঙ্গগুলির সমন্বয়ের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে। এই অঙ্গগুলিকে এমনভাবে কাজে লাগানো হয় যাতে একের বর্জ্য অন্যের ব্যবহার্য সম্পদ হিসেবে কাজে লাগে। এতে জৈব সম্পদের গুণগত মান ও পরিমাণ বাড়ে। শক্তির সাশ্রয় হয় এবং চাষের ঝুঁকি কমে।

প্রস্তাব

ইকোলজির প্রথম সূত্র—প্রকৃতির জৈব, অজৈব সব অঙ্গগুলির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। একে ভিত্তি করেই সুসংহত চাষ-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। চাষি পরিবারের উৎপাদন অঙ্গগুলির সচেতনভাবে সমন্বয় করতে পারলে চাষও সুস্থায়ী হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে চাষি পরিবারকে, তাদের উৎপাদন অঙ্গগুলি (ধান-মাছ-হাঁস ইত্যাদি)-র সমন্বয় ঘটাতে, জমির গঠনকে পরিবর্তন করতে উৎসাহিত করা যায়। যাতে সুসংহত চাষ-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। উৎপাদন অঙ্গগুলির একের বর্জ্য অন্যের ব্যবহার্য সম্পদ হিসেবে কাজে লাগানো যায়। ফলে সম্পদের চূড়ান্ত ব্যবহার যায়।

কার্যক্রম

সমুদ্র উপকূলবর্তী দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা এবং মেদিনীপুরের ১০০টি চাষি পরিবার আমাদের পরামর্শমতো চাষ করছে। এইসব চাষিরা মাটি ও বৃষ্টির জল-সংরক্ষণ, জল বয়ে যাওয়া ও ভূমিক্ষয় রোধে নানারকম ব্যবস্থা নেয়। জমি, বাড়ি, গোয়াল ও অন্যান্য উৎপাদন অঙ্গের জৈব বর্জ্য বারবার ব্যবহার করে। স্থানীয় গাছপালা, আগাছা সার তৈরি, নিজেদের খাদ্য এবং পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। জমিতে নাইট্রোজেন বন্ধনকারী গাছগাছালি লাগায়। এর থেকে জমি ভালো হয় এবং খাদ্য, জ্বালানি, পশুখাদ্য পাওয়া যায়। এই চাষিদের উৎপাদন সামগ্রী সরাসরি বাজারে না বিক্রি করে তাতে মূল্যযোগ করে বিক্রি করার উৎসাহ দেওয়া হয়। পাশাপাশি জমিতে রাসায়নিক বিষ একেবারে বন্ধ করে জৈব কীটরোধক তৈরি এবং সারের ব্যবহার ধীরে ধীরে কমানোর জন্য জৈবসার তৈরি ও ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

প্রতিফল

উৎপাদন অঙ্গগুলির বৈচিত্র ও সমন্বয় সংশ্লিষ্ট উৎপাদন-ব্যবস্থাকে সুস্থায়ী করেছে। আর পরিবেশের উন্নতি হয়েছে। সম্পদের চূড়ান্ত ব্যবহার হচ্ছে। দূষণও কমেছে। এই সমন্বিত চাষ-ব্যবস্থা দুর্যোগ সহনশীল হয়েছে। বিভিন্ন সম্পদ ব্যবহারের ফলে ক্রমশ চূড়ান্ত উৎপাদনক্ষম হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এতে নানারকম সামগ্রী উৎপাদিত হওয়ার ফলে সামগ্রিকভাবে মোট উৎপাদন বেড়েছে। আর বেশি কাজের দিন সৃষ্টি হয়েছে। বিঘে তিনেকের এরকম একটি খামারের উৎপাদন বছরে সাধারণ জমির থেকে কয়েক গুণ বেশি হয়েছে।

সম্ভাবনা

সুসংহত চাষের এই ব্যবস্থাটি সহজেই করা সম্ভব কারণ, এতে চাষি পরিবারের সম্পদগুলি খুব সহজেই যুক্ত করা যায়। এতে উৎপাদনও বাড়ে। চাষির উৎপাদন অঙ্গগুলির সমন্বয় চাষির চাহিদা ও বিনিয়োগের ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে খেপে খেপে করা যায়। জমির গঠন পরিবর্তন চাষির অবস্থা ও উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়। বিভিন্ন ধরনের সুসংহত চাষের মডেল প্রসারের কাজ পঞ্চায়েত করতে পারে। বর্তমানে ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমেও এই মডেলের প্রসার সম্ভব। এক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের সঙ্গে আলাপ আলোচনা জরুরি।

ডিআরসিএসসি, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা ৭০০ ০৪২ থেকে জনস্বার্থে প্রচারিত